



মাসিক
ট্যানারী এন্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ
TANNERY & LEATHER
INDUSTRIES

রেজি: নং ২৩-৭৪ ❖ ডিএ নং- ৬৮১৩ ❖ মে-২০২৬ ❖ ৩য় বর্ষ ❖ সংখ্যা-০৩

চামড়া জুতা ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজের
মাসিক ম্যাগাজিন

ভিতরে পাতায় যা যা আছে:-

বাংলাদেশে লেদার শিল্পে আলাদা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা: একটি বিশ্লেষণ

২০০ টাকার চামড়া, ৩০০০ টাকার জুতা আসল হিসাবটা কোথায়?

২০২৬ সালের কোরবানির ঈদে কাঁচা চামড়ার বাজার কেমন হতে পারে?

LFMEAB-এ নতুন MOU সাক্ষর অনুষ্ঠান

ট্যানারী লেটরে GIZ প্রকল্পের সফল সমাপ্তি

BFLLEFEA-এ নতুন নেতৃত্ব: নির্বাচনের ফলাফল সরাসরি তুলে ধরা হল:

বিটিএ ও এলএসবিপিসির প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ

কোরবানি ঈদে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনা সরকারি-বেসরকারি প্রস্তুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইনস্টিটিউট-এ ফ্রিতে আন্তর্জাতিক মানের কোর্সের সুযোগ



w w w . l e a t h e r m a g . o r g

মাসিক ট্যানারী এন্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক

স.ম. আওলাদ হোসেন
এম.এস.এস. (সমাজতত্ত্ব) চবি:
এমফিল রিসার্চ ফেলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক

হাশিম রনি

সহ-সম্পাদক

মো: মামুনুর রশিদ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

আবুল বাশার খোকন
মোঃ অলি উল্লাহ

আলোক চিত্র ও আইটি

মুন্নাফ সরকার

ইতালি প্রতিনিধি

মো: তুহিন সরকার

বিসিক ট্যানারী এস্টেট প্রতিনিধি

মোঃ নাসির উদ্দীন

হাজারীবাগ প্রতিনিধি

এস.এম. সাদেক
মো: ইসরাফিল রানা
মো: মাহবুবুর রহমান

চায়না ও হংকং প্রতিনিধি

মোঃ জাহাঙ্গীর তালুকদার লিটন

কুমিল্লা প্রতিনিধি

এটিএম মোরশেদুল ইসলাম সাজু

সার্কুলেসন ম্যানেজার

রিমা আক্তার

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

মো: কবির হোসেন

ব্রাজিল প্রতিনিধি

শামী কামাল

আমেরিকা প্রতিনিধি

মো: আবুবকর সিদ্দিক



প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক

স.ম. আওলাদ হোসেন

প্রকাশনা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়

হক ম্যানশন, রুম নং ৩০৮ (৩য় তলা), ১২/১ বিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
স.ম. আওলাদ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, মামনি প্রিন্টার্স, ২৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন থেকে মুদ্রিত
Phone: 01712-628405, Email: leathervanguard26@gmail.com

www.leathermag.org

বিজ্ঞাপন দিন

লেদার সেক্টরের মুখপত্র ট্যানারী এন্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ একটি সময়ের উপযোগী প্রকাশনা এখনই গ্রাহক হোন, লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিন।

বিজ্ঞাপনের হার

ব্যাক কভার	চার রং	২৫,০০০/=
২য় কভার	চার রং	১৫,০০০/=
৩য় কভার	চার রং	১৫,০০০/=
পূর্ণ পৃষ্ঠা	চার রং	১০,০০০/=
পূর্ণ পৃষ্ঠা	এক রং	৪,০০০/=
অর্ধ পৃষ্ঠা	এক রং	২,৫০০/=

বিজ্ঞাপনের পজেটিভ, ডিজাইন, প্রসেস বিজ্ঞাপনদাতা সরবরাহ করবে। ডিজাইন/ প্রসেসের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রথমবারের মত অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে। বিজ্ঞাপনের স্থান 'আগে আসলে আগে পাবেন' এই ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হয়।

গ্রাহক হোন

গ্রাহক হতে হলে ট্যানারী এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর অনুকূলে বিকাশ ও নগদ বা মানি অর্ডার যোগে ১২ সংখ্যার জন্য ১২০০ টাকা এবং ৬ সংখ্যার জন্য ৬০০ টাকা পাঠাতে হবে। ট্যানারী এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কার্যালয়ে এসে নগদ টাকা জমা দিয়েও গ্রাহক হওয়া যায়। টাকা পাঠাবার ঠিকানা- বিকাশ পারসোনাল -০১৭১২-৬২৮৪০৫

মাসিক ট্যানারী এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

হক ম্যানশন, রুম নং ৩০৮ (৩য় তলা)
১২/১ ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

মূল্য: ১০০/= (একশত টাকা মাত্র)

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

০৩

বাংলাদেশে লেদার শিল্পে আলাদা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা:
একটি বিশ্লেষণ

০৪

২০০ টাকার চামড়া, ৩০০০ টাকার জুতা আসল হিসাবটা
কোথায়?

০৫

২০২৬ সালের কোরবানির ঈদে কাঁচা চামড়ার
বাজার কেমন হতে পারে?

০৭

LFMEAB-এ নতুন MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

০৯

ট্যানারী সেক্টরে GIZ প্রকল্পের সফল সমাপ্তি

০৯

BFLLFEA-এ নতুন নেতৃত্ব: নির্বাচনের ফলাফল সরাসরি
তুলে ধরা হল:

১০

বিটিএ ও এলএসবিপিসির প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ

১১

কোরবানি ঈদে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনা সরকারি-বেসরকারি
প্রস্তুতি

১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইনস্টিটিউট-এ ফ্রিতে
আন্তর্জাতিক মানের কোর্সের সুযোগ

১৪

জরুরী ভিত্তিতে বংশাল, সাভার ইপিজেড, চট্টগ্রাম ইপিজেড, লালবাগ পোস্টা ঢাকা, নাটোর, যশোর রাজারহাট, পলাশবাড়ী গাইবান্ধা, আশুলিয়া অঞ্চল ও ILET ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা ই-মেইলে সিভি পাঠাতে পারেন।

Email: leathervanguard26@gmail.com

সম্পাদকীয় পাতা



ট্যানারী ও লেদার শিল্প: টেকসই অগ্রযাত্রার পথে

বাংলাদেশের ট্যানারী ও লেদার শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের রপ্তানি খাতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশীয় শিল্পায়নে এই খাতের অবদান অনস্বীকার্য। তবে সম্ভাবনার পাশাপাশি এই শিল্পকে ঘিরে রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ—পরিবেশগত ঝুঁকি, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার চাপ।

গত এক দশকে ট্যানারী শিল্পের স্থানান্তর ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, এখনও অনেক ক্ষেত্রেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি সন্তোষজনক নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে হলে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং অপরিহার্য শর্ত। ক্রেতারা আজ কেবল পণ্যের গুণগত মানই নয়, তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও টেকসইতাকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, লেদার পণ্য খাতে ডিজাইন ও উদ্ভাবনের অভাব আমাদের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করছে। বিশ্ববাজারে ব্র্যান্ডিং ও ভ্যালু অ্যাডিশন ছাড়া কাঁচামাল বা স্বল্পমূল্যের পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। তাই গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।

সরকার, উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগেই এই খাতকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। দক্ষ জনবল তৈরি, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ—এই তিনটি বিষয়ে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ঋণ ও প্রণোদনা প্রদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ট্যানারী ও লেদার শিল্পের সামনে চ্যালেঞ্জ যতটা, সম্ভাবনাও ততটাই বিস্তৃত। সঠিক পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে এই খাতকে একটি টেকসই ও বিশ্বমানের শিল্পে পরিণত করা সম্ভব। এখন সময় এগিয়ে যাওয়ার—দায়িত্বশীলতা, উদ্ভাবন ও টেকসইতার পথ ধরে।

স.ম. আওলাদ হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক

বি.এস.এস. (অনার্স)

এম.এস.এস. (সমাজতত্ত্ব) চবি.

এমফিল. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে লেদার শিল্পে আলাদা মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা: একটি বিশ্লেষণ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের লেদার (চামড়া) শিল্প দীর্ঘদিন ধরে দেশের একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হিসেবে বিবেচিত। কাঁচা চামড়া, ট্যানারি, এবং চামড়াজাত পণ্যেই তিনটি স্তরে গড়ে ওঠা এই শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এখনো এটি তার পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারেনি। এই প্রেক্ষাপটে “লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ মন্ত্রণালয়” প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা এবং গবেষকদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে।

২. বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো

বর্তমানে লেদার শিল্প একাধিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়, যেমন:

- শিল্প মন্ত্রণালয়: ট্যানারি ও শিল্প উন্নয়ন
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: রপ্তানি নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়: পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ ব্যবস্থাপনা

এই বিভক্ত কাঠামোর কারণে নীতি সমন্বয় ও বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়।

৩. পাট ও বস্ত্র খাতের সাথে তুলনা

বাংলাদেশে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় একটি শক্তিশালী ও আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করে। এর কারণ:

- ঐতিহাসিকভাবে পাট দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য
- তৈরি পোশাক (RMG) খাত দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী
- বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি

অন্যদিকে, লেদার খাত এখনো তুলনামূলকভাবে ছোট এবং কম সংগঠিত।

৪. লেদার শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা

- বার্ষিক রপ্তানি আয় আনুমানিক ১১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- প্রধান বাজার: ইউরোপ, চীন, জাপান

- সম্ভাবনা: জুতা, ব্যাগ, বেল্টসহ উচ্চমূল্যের পণ্য

লেদার শিল্পে “value addition” বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও তা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি।

৫. প্রধান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

৫.১ নীতি সমন্বয়ের অভাব

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধীরগতি এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫.২ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ

ট্যানারি শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্য দীর্ঘদিন ধরে বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের অন্যতম কারণ ছিল। যদিও বর্তমানে সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকা-এ স্থানান্তর করা হয়েছে, তবুও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি রয়েছে।

৫.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিক্য

ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির অভাবে পিছিয়ে।

৫.৪ ব্র্যান্ডিং ও বাজার সম্প্রসারণের ঘাটতি
বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড পরিচিতি এখনো সীমিত।

৬. আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য সুফল

৬.১ নীতিগত একীকরণ

একটি মন্ত্রণালয় থাকলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দ্রুত ও সমন্বিত হবে।

৬.২ রপ্তানি বৃদ্ধি

বিশেষায়িত নীতির মাধ্যমে নতুন বাজারে প্রবেশ সহজ হবে।

৬.৩ শিল্প আধুনিকীকরণ

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল তৈরিতে ফোকাস বাড়বে।

৬.৪ বিনিয়োগ আকর্ষণ

দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তে পারে।

৭. সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ

- নতুন মন্ত্রণালয় গঠনে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে দায়িত্বের দ্বন্দ্ব

- দক্ষ জনবল সংকট

- লেদার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও লেদার টেকনোলজিকেল ইনস্টিটিউটের সমন্বয়হীনতা।

৮. বিকল্প সমাধান

আলাদা মন্ত্রণালয় ছাড়াও নিম্নলিখিত পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে:

- একটি শক্তিশালী “Leather Development Authority” গঠন
- সাভার ট্যানারি জোনে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- রপ্তানিমুখী শিল্পে প্রণোদনা বৃদ্ধি
- আন্তর্জাতিক মান (compliance) নিশ্চিত করা

৯. উপসংহার

বাংলাদেশের লেদার শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত হলেও তা এখনো কাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা একটি সমাধান হতে পারে, তবে সেটিই একমাত্র পথ নয়। বরং কার্যকর নীতি, সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই খাতকে শক্তিশালী করা অধিক বাস্তবসম্মত।

১০. সুপারিশ (Recommendations)

১. লেদার খাতের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন
২. পরিবেশবান্ধব ট্যানারি প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করা
৩. দক্ষ জনবল উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন
৪. আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ডিং জোরদার করা
৫. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) বৃদ্ধি

২০০ টাকার চামড়া, ৩০০০ টাকার জুতা! আসল হিসাবটা কোথায়?

বাংলাদেশে কোরবানির ঈদের সময় একটি কথা খুব বেশি শোনা যায়— “গরুর চামড়া ২০০-৩০০ টাকায় বিক্রি হয়, অথচ সেই চামড়ার জুতা ৩০০০-৫০০০ টাকায় বিক্রি হয় কেন?”

বিষয়টি উপর থেকে দেখলে মনে হয় চামড়া ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক লাভ করছে। কিন্তু বাস্তবে কাঁচা চামড়া থেকে একটি ব্র্যান্ডেড জুতা তৈরি হওয়া পর্যন্ত একটি দীর্ঘ শিল্পপ্রক্রিয়া কাজ করে। সেই প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে খরচ, ঝুঁকি, কর, শ্রম, প্রযুক্তি, মার্কেটিং ও ব্যবসায়িক কাঠামো জড়িত থাকে।

এই পুরো হিসাবটি বোঝার জন্য আমাদের কাঁচা চামড়া থেকে শুরু করে শোরুমের থাকা জুতার যাত্রাপথ বিশ্লেষণ করতে হবে।

১. “২০০ টাকার চামড়া” আসলে কী?

মানুষ সাধারণত যে চামড়া ২০০-৩০০ টাকায় বিক্রি হতে দেখে, সেটি হলো কাঁচা লবণযুক্ত চামড়া (Raw Hide)।

এটি এখনো জুতা বানানোর উপযোগী নয়।

একটি গরুর পুরো চামড়া থেকে সরাসরি একটি জুতা তৈরি হয় না। কারণ—

- ❖ চামড়ার অনেক অংশ নষ্ট হয়
- ❖ অনেক অংশ নিষ্কমানের
- ❖ কাটিংয়ের সময় অপচয় হয়

- ❖ কিছু অংশ ব্যাগ/বেল্টে যায়
 - ❖ কিছু অংশ ফেলে দিতে হয়
- অর্থাৎ, ২০০ টাকার কাঁচা চামড়া মানেই ২০০ টাকার “জুতা তৈরির উপাদান” নয়।

২. কাঁচা চামড়া থেকে ফিনিশড লেদার হওয়ার খরচ:-

একটি কাঁচা চামড়াকে জুতা উপযোগী “ফিনিশড লেদার” বানাতে ট্যানারিতে বহু ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

২। ট্যানারির ধাপগুলো

- ❖ লবণমুক্ত করা
- ❖ ধোয়া
- ❖ চুন ও কেমিক্যাল প্রসেসিং
- ❖ পশম অপসারণ
- ❖ ট্যানিং
- ❖ রঙ করা
- ❖ শুকানো
- ❖ পালিশ
- ❖ ফিনিশিং

এখানে ব্যবহৃত হয়—

- ❖ ক্রোম
- ❖ ডাই
- ❖ বিভিন্ন রাসায়নিক
- ❖ বিদ্যুৎ
- ❖ গ্যাস
- ❖ পানি
- ❖ শ্রমিক
- ❖ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ফলে ২০০ টাকার কাঁচা চামড়া অনেক সময় ৮০০-১৫০০ টাকার ফিনিশড লেদারে পরিণত হয়।

৩. একটি জুতা বানাতে পুরো চামড়া লাগে না

একটি মাঝারি মানের লেদার জুতায় সাধারণত লাগে—

- ❖ ৪-৮ বর্গফুট চামড়া
- ❖ সোল
- ❖ ইনসোল
- ❖ ফোম
- ❖ সুতা
- ❖ আঠা
- ❖ লাইনার
- ❖ প্যাকেজিং

অর্থাৎ জুতা শুধু চামড়া নয়; এটি বহু উপকরণের সমন্বিত পণ্য।

৪. জুতা তৈরির কারখানার আসল খরচ

ধরা যাক একটি কোম্পানি ৩০০০ টাকায় জুতা বিক্রি করছে।

তাহলে তার ভেতরের খরচগুলো এমন হতে পারে:

খাত	আনুমানিক খরচ
লেদার	৫০০ টাকা
সোল ও অন্যান্য উপকরণ	৪০০ টাকা
শ্রমিক মজুরি	২৫০ টাকা
কারখানা ভাড়া ও বিদ্যুৎ	১৫০ টাকা
ডিজাইন ও কাটিং	১০০ টাকা
প্যাকেজিং	৮০ টাকা
পরিবহন	৭০ টাকা
কর ও ভ্যাট	২০০ টাকা
শোরুম খরচ	৪০০ টাকা
বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং	৩০০ টাকা
ডিস্ট্রিবিউটর/ডিলার মার্জিন	২৫০ টাকা
কোম্পানির লাভ	৩০০ টাকা
মোট =	৩০০০ টাকা

এখানে দেখা যাচ্ছে, জুতার মূল দামের বড় অংশ শুধু চামড়া নয়; বরং পুরো সাপ্লাই চেইন।

৫. ব্র্যান্ড ভ্যালু: সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর
একটি ব্র্যান্ডেড জুতা কেন মানুষ বেশি দামে কেনে?

কারণ সেখানে থাকে—

- ❖ গুণগত মানের নিশ্চয়তা
- ❖ ডিজাইন
- ❖ আরাম
- ❖ ফ্যাশন
- ❖ টেকসই হওয়া
- ❖ বিক্রয়োত্তর সেবা
- ❖ ব্র্যান্ডের বিশ্বাস

একই চামড়া দিয়ে গ্রামের মুচি ৮০০ টাকার জুতা বানাতে পারে, আবার বড় ব্র্যান্ড ৩০০০ টাকায় বিক্রি করতে পারে। পার্থক্য মূলত “ব্র্যান্ড ও ব্যবসায়িক কাঠামো”-তে।

৬. তাহলে কাঁচা চামড়ার দাম এত কম কেন?

বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার দাম কম হওয়ার কয়েকটি বড় কারণ আছে:
ক) সিভিকিট ও মধ্যস্বত্বভোগী মৌসুমি ব্যবসায়ীরা কম দামে চামড়া কিনে।

খ) সংরক্ষণের অভাব

গ্রামে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ করা কঠিন।

গ) আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা বিশ্ববাজারে লেদারের চাহিদা কমলে দেশের দামও কমে।

ঘ) পরিবেশগত সমস্যা

বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প বহু বছর পরিবেশ দূষণের অভিযোগে ভুগেছে।

ঙ) ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যে দুর্বলতা
আমরা অনেক সময় কাঁচা বা সেমি-ফিনিশড লেদার রপ্তানি করি; কিন্তু ইতালি বা ভিয়েতনামের মতো উচ্চমূল্যের ব্র্যান্ডেড পণ্য তৈরি কম করি।

৭. আসল লাভ কোথায়?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটাই।

লাভ সবচেয়ে বেশি হয় সাধারণত—

- ❖ ব্র্যান্ডিংয়ে
 - ❖ ডিজাইনে
 - ❖ আন্তর্জাতিক মার্কেটিংয়ে
 - ❖ রিটেইল নেটওয়ার্কে
 - ❖ ফিনিশড পণ্যে
- অর্থাৎ, “কাঁচামাল” নয়; “ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য”-তেই বড় লাভ।

যে দেশ শুধু কাঁচা চামড়া বিক্রি করে, সে কম আয় করে।

যে দেশ ব্র্যান্ডেড জুতা, ব্যাগ ও ফ্যাশন পণ্য তৈরি করে, সে বেশি আয় করে।

এই কারণেই ইতালি, চীন, ভিয়েতনাম বা তুরস্ক লেদার পণ্য থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

৮. বাংলাদেশের বাস্তবতা

বাংলাদেশে লেদার শিল্প একটি সম্ভাবনাময় খাত হলেও এখনও কিছু বড় সমস্যা রয়েছে—

❖ প্রযুক্তির ঘাটতি

❖ আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং দুর্বল

❖ গবেষণা ও ডিজাইন সাপোর্ট কম

❖ দক্ষ শ্রমিক সংকট

❖ পরিবেশসম্মত ট্যানারি ব্যবস্থাপনা দুর্বল

❖ নীতিগত সমন্বয়ের অভাব

❖ তবে সম্ভাবনাও বিশাল।

❖ কারণ বাংলাদেশে আছে

❖ প্রচুর কাঁচামাল

❖ তুলনামূলক সস্তা শ্রম

❖ বড় অভ্যন্তরীণ বাজার

❖ রপ্তানির সুযোগ

উপসংহার

“২০০ টাকার চামড়া থেকে ৩০০০ টাকার জুতা” এই পার্থক্য শুধু ব্যবসায়ীর লাভ নয়; বরং পুরো শিল্পব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং, শ্রম, প্রযুক্তি ও বাজার কাঠামোর ফল।

কাঁচা চামড়ার দাম কম মানেই জুতা অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে। এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়।

আসল বিষয় হলো, কাঁচামালকে কত দক্ষতার সঙ্গে “ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যে” রূপান্তর করা হচ্ছে।

যে দেশ কাঁচামাল বিক্রি করে, সে টিকে থাকে।

যে দেশ ব্র্যান্ড তৈরি করে, সে নেতৃত্ব দেয়। ❖

২০২৬ সালের কোরবানির ঈদে কাঁচা চামড়ার বাজার কেমন হতে পারে?

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোরবানির ঈদের কাঁচা চামড়ার বাজার একটি মৌসুমি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রতি বছর ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে দেশের মোট কাঁচা চামড়ার প্রায় অর্ধেক সংগ্রহ হয়। এই চামড়া শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান, ট্যানারি শিল্প ও রপ্তানির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

২০২৬ সালের কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক, ট্যানারি মালিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হতে পারে, তবে পুরোপুরি সংকটমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও কম।

১. কেন ২০২৬ সালের বাজার গুরুত্বপূর্ণ?

গত কয়েক বছর ধরে কাঁচা চামড়ার বাজারে কয়েকটি বড় সমস্যা ছিল—

- ❖ মৌসুমি সিডিকেট
 - ❖ নগদ অর্থ সংকট
 - ❖ সংরক্ষণে ব্যর্থতা
 - ❖ আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমে যাওয়া
 - ❖ ট্যানারির আর্থিক দুরবস্থা
 - ❖ লবণের ঘাটতি ও অব্যবস্থাপনা
- ফলে অনেক জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো কাঙ্ক্ষিত দাম পায়নি। কোথাও কোথাও চামড়া রাস্তায় পড়ে থেকেছে।

কিন্তু ২০২৬ সালে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন

হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। কারণ সরকার আগেভাগেই আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ উদ্যোগ: বাজারে কী প্রভাব পড়বে?

২০২৬ সালের ঈদকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কাঁচা চামড়া কেনার জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের ঋণ বিতরণ লক্ষ্য ২০২৫ সালের চেয়ে কম রাখা যাবে না।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

আগে কী হতো?

অনেক আড়তদার ও ব্যবসায়ী পর্যাপ্ত নগদ টাকা পেত না। ফলে ঈদের দিন বাজারে চামড়া কিনতে গিয়ে তারা কম দাম অফার করত।

এবার কী হতে পারে?

যদি ব্যাংকের অর্থ দ্রুত মাঠপর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে—

আড়তদার বেশি চামড়া কিনতে পারবে দাম কিছুটা স্থিতিশীল থাকবে মসজিদ-মাদ্রাসা ভালো মূল্য পেতে পারে

চামড়া ফেলে দেওয়ার প্রবণতা কমবে অর্থাৎ, বাজারে “লিকুইডিটি” বাড়লে দাম ধসের ঝুঁকি কিছুটা কমবে।

৩. সম্ভাব্য দাম কত হতে পারে?

সরকারি মূল্য নির্ধারণ তখনো চূড়ান্ত না হলেও বাজার বিশ্লেষণে ধারণা করা হচ্ছে—

- ❖ চামড়ার ধরন সম্ভাব্য বাজার প্রবণতা।
- ❖ গরুর চামড়া মাঝারি থেকে ভালো

❖ খাসির চামড়া তুলনামূলক দুর্বল

❖ বকরির চামড়া কম দামে থাকার ঝুঁকি

❖ বিশেষ করে বড় শহরে গরুর চামড়ার দাম গত বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়তে পারে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে ফিনিশড লেদারের চাহিদা স্থিতিশীল থাকে।

❖ বড় ভালো মানের লবণযুক্ত গরুর চামড়া ১৪০০-১৬০০ টাকা, মাজারি থেকে ভালো গরুর চামড়া ১২০০-১৪০০ টাকা।

❖ ছোট নিম্ন মানের গরুর লবণযুক্ত চামড়া ৬০০-৮০০ টাকা।

৪. আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প পুরোপুরি দেশীয় বাজারনির্ভর নয়। ইউরোপ, চীন ও এশিয়ার বাজারে চাহিদা কমলে দেশের কাঁচা চামড়ার দামও পড়ে যায়। বর্তমানে বিশ্ববাজারে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

সিনথেটিক লেদারের ব্যবহার বাড়ছে পরিবেশবান্ধব ট্যানিংয়ের চাহিদা বাড়ছে

ইউরোপীয় ক্রেতারা পরিবেশ ও শ্রমমান নিয়ে কঠোর হচ্ছে

চীন কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদন কমাচ্ছে

এটি বাংলাদেশের জন্য সুযোগও হতে পারে। কারণ অনেক দেশ পরিবেশগত চাপের কারণে লেদার শিল্প সীমিত করছে।

যদি বাংলাদেশ পরিবেশসম্মত ট্যানারি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারে,

তাহলে দীর্ঘমেয়াদে বড় বাজার পেতে পারে।

৫. সাভার ট্যানারি শিল্পনগরী কতটা প্রস্তুত?

হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের পরও পুরো শিল্প এখনো কাজক্ষিত মানে পৌঁছায়নি। তবে ঈদ সামনে রেখে সাভারের ট্যানারিগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তবু কিছু বড় সমস্যা রয়ে গেছে—

- ❖ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা
 - ❖ আধুনিক প্রযুক্তির অভাব
 - ❖ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট
 - ❖ পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণে দুর্বলতা
- এই সীমাবদ্ধতা কাটাতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রেতার দীর্ঘমেয়াদে ভিয়েতনাম বা ভারতের দিকে ঝুঁকতে পারে।

৬. সবচেয়ে বড় ঝুঁকি: সংরক্ষণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে কোরবানির পর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় “সংরক্ষণ ব্যর্থতায়”।

গ্রামাঞ্চলে অনেক মানুষ এখনো জানে না। কীভাবে লবণ দিতে হয়। কত দ্রুত সংরক্ষণ করতে হয়। কীভাবে ভাঁজ করতে হয়। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চামড়ার মান নষ্ট হয়।

সরকার এবার জেলা প্রশাসন, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, লবণ সরবরাহ ও সচেতনতা কার্যক্রম চালানোর কথা বলেছে। যদি এটি বাস্তবে কার্যকর হয়, তাহলে চামড়ার অপচয় কমতে পারে।

৭. উদাহরণ: কেন এক জায়গায় দাম বেশি, অন্য জায়গায় কম?

ধরা যাক—

ঢাকায়:

একটি বড় গরুর চামড়া বিক্রি হলো ১২০০ টাকায়।

গ্রামে:

একই মানের চামড়া বিক্রি হলো ৪০০

টাকায়।

কেন?

কারণ—

পরিবহন খরচ

আড়তদারের সংখ্যা কম

সংরক্ষণের সুবিধা নেই

নগদ টাকার অভাব

স্থানীয় সিডিকেট

অর্থাৎ, বাজার শুধু “চামড়ার মান” দিয়ে চলে না; বরং পুরো সাপ্লাই চেইনের ওপর নির্ভর করে।

৮. ২০২৬ সালে কারা লাভবান হতে পারে?

লাভবান হতে পারে:

বড় ট্যানারি মালিক
সংগঠিত আড়তদার
ফিনিশড লেদার রপ্তানিকারক
ব্র্যান্ডেড জুতা কোম্পানি
ঝুঁকিতে থাকতে পারে:

ছোট ব্যবসায়ী

গ্রামীণ সংগ্রাহক

এতিমখানা ও মাদ্রাসা

অদক্ষ সংরক্ষণকারী

৯. বাজারের সম্ভাব্য চিত্র: তিনটি দৃশ্য

ক) আশাবাদী পরিস্থিতি

যদি—

ব্যাংক ঋণ ঠিকমতো বিতরণ হয়

লবণ সরবরাহ ঠিক থাকে

আন্তর্জাতিক বাজার স্থিতিশীল থাকে

তাহলে বাজার তুলনামূলক ভালো যেতে পারে।

খ) মাঝারি পরিস্থিতি

সবচেয়ে সম্ভাব্য দৃশ্য এটি।

দাম কিছুটা বাড়বে, কিন্তু প্রত্যাশিত পর্যায়ে নয়।

বড় শহর ভালো করবে, গ্রামাঞ্চল পিছিয়ে থাকবে।

গ) নেতিবাচক পরিস্থিতি

যদি—

সিডিকেট সক্রিয় হয়

সংরক্ষণ ব্যর্থ হয়

রপ্তানি আদেশ কমে যায়

তাহলে আবারও দাম ধস নামতে পারে।

১০. আসল সমাধান কোথায়?

বাংলাদেশকে শুধু “কাঁচা চামড়া বিক্রেতা” থেকে বের হতে হবে।

আমাদের দরকার—

ফিনিশড লেদার রপ্তানি বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড তৈরি

আধুনিক ডিজাইন সেন্টার

পরিবেশবান্ধব ট্যানারি

দক্ষ শ্রমিক

চামড়া শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি নীতি

কারণ আসল লাভ কাঁচা চামড়ায় নয়; বরং জুতা, ব্যাগ, ওয়ালেট ও ফ্যাশন পণ্যে।

উপসংহার

২০২৬ সালের কোরবানির ঈদের কাঁচা চামড়ার বাজার গত কয়েক বছরের তুলনায় কিছুটা সংগঠিত ও স্থিতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আগাম উদ্যোগ বাজারে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের চামড়া শিল্প এখনো একটি “অসম্পূর্ণ সম্ভাবনা”।

সঠিক সংরক্ষণ, ন্যায্যমূল্য, আধুনিক ট্যানারি এবং রপ্তানিমুখী ভ্যালু অ্যাডেড শিল্প গড়ে উঠলে এই খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী রপ্তানি খাতে পরিণত হতে পারে।

কোরবানির চামড়া শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অবহেলিত সোনার খনি।

LFMEAB-এ নতুন MOU সাক্ষর অনুষ্ঠান



ট্যানারী সেক্টরে GIZ প্রকল্পের সফল সমাপ্তি

GIZ এর গুড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস ইন ট্যানারিজ (GOTAN) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম, যা ২০২২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল, ৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

GOTAN বাস্তবায়নের পুরো সময়জুড়ে যাঁরা সহযোগিতা ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সঙ্গে GIZ Bangladesh এর উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, আমাকে এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে আস্থা রাখার জন্য।

আমরা আশা করি, GOTAN প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল ও অগ্রগতি ট্যানারি মালিক, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহযোগিতায় যাবে।



BFLLFEA-এ নতুন নেতৃত্ব: নির্বাচনের ফলাফল সরাসরি তুলে ধরা হল:



BANGLADESH FINISHED LEATHER, LEATHERGOODS AND FOOTWEAR EXPORTERS' ASSOCIATION
বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
 Registration No. T. O. 211/19 of 1985-1986

Ref No :

বিএফএলএলএফইএ/কার্যবিবরণী/২০২৬/ ০৮

Date :

০৪.০২.২০২৬

বিএফএলএলএফইএ এর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল।

বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর ২৪ (১) বিধি মোতাবেক বিএফএলএলএফইএ এর ২০২৬-২০২৭ (২ বছর) মেয়াদী কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হল। সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার ও সদস্য পদে নির্বাচিতগণের নামের তালিকা নিম্নরূপ:

১. সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান:

ক্র.নং	নাম ও ঠিকানা	ভোটার নম্বর
১.	মো: মাহবুবুর রহমান (পান্না), প্রোপ্রাইটর, পূর্বালী ট্যানারীজ,	১৫

২. ভাইস চেয়ারম্যান :

ক্র.নং	নাম ও ঠিকানা	ভোটার নম্বর
১.	মাকছুদুর রহমান ষপন, চেয়ারম্যান, এসেসার ফুটওয়্যার এন্ড শোয়ার প্রোডাক্টস লি:	২৯

৩. ট্রেজারার:

ক্র.নং	নাম ও ঠিকানা	ভোটার নম্বর
১.	মো: সানাহ উদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউ কাজল ট্যানারী লি:	৭৪

৪. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য:

ক্র.নং	নাম ও ঠিকানা	ভোটার নম্বর
১.	শেখ আলী আশরাফ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সারোওয়ার পোদার কর্পোরেশন লি:	৬৩
২.	মো: খোরশেদ আলম, পরিচালক, মিতালী ট্যানারী লি:	০৭
৩.	মো: ইমরান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চৌধুরী লেদার এন্ড কো: লি:	১০
৪.	মো: ফারসিদুর রহমান সাদ, প্রোপ্রাইটর, সোনালী হাইডেস	২৭
৫.	মো: শামসুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রগতি লেদার কমপ্লেক্স লি:	০৮
৬.	আবদুল হান্নান লিটন, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, মিত্রা ট্যানারী	০৯
৭.	ফয়সাল ইবনে আউয়াল, পরিচালক, ভুলুয়া ফুটওয়্যার ইন্ডা: লি:	২০
৮.	মো: মহিউদ্দিন ভূঁইয়া (রোকন), পরিচালক, দি আর্থ ইন্টা: ট্যানারী লি:	১৯
৯.	তানভীর আহমেদ, পরিচালক, ইউলফ ব্রাদার্স ট্যানারীজ (প্রা): লি:	২৩

বিঃ দ্রঃ চেয়ারম্যান পদে একমাত্র বৈধ প্রার্থী জনাব এম এ রশীদ ভূঁইয়া গত ০২.১২.২০২৫ তারিখে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করায় চেয়ারম্যান পদে ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অদ্য পুনরায় তফসীল ঘোষণা করা হয়েছে।

(আশরাফ উদ্দিন আহম্মদ খান)
 সদস্য-সচিব, নির্বাচন বোর্ড
 বিএফএলএলএফইএ।

(মোহাম্মদ আলী খান)
 সদস্য, নির্বাচন বোর্ড
 বিএফএলএলএফইএ।

(আবুল কালাম আজাদ)
 চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড
 বিএফএলএলএফইএ।

House # 32/A, Flat # B-2, Road # 02, Dhanmondi R/A, Dhaka-1205, Bangladesh.
 Phone: +88-02-41060975, E-mail : bflifea55@yahoo.com, Website : https://bflifea.com

বিটিএ ও এলএসবিপিসির প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ



বিটিএ ও এলএসবিপিসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর যৌথ উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বগুড়ায় “কাঁচা চামড়ার গুণগত মান রক্ষায় লেস-কাট নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহন” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থাপনা করেন জনাব মোঃ সামাউল আলম, প্রভাষক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারি এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিজানুর রহমান, হেড অব এডমিন, বিটিএ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান, সভাপতি, জনাব মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন, সহ-সভাপতি, জনাব মোঃ মুকুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, জনাব মোঃ শহিদুল, উপদেষ্টা, জনাব এডভোকেট গোলাম ফারুক, উপদেষ্টা, বগুড়া জেলা চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি। আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী জনাব এডভোকেট গোলাম সরোয়ার, এছাড়াও স্থানীয় মাংস ব্যবসায়ী, স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদের ইমামসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিটিএ-র কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

— প্রেস রিলিজ



কোরবানি ঈদে কাঁচা চামড়া ব্যবস্থাপনা সরকারি-বেসরকারি প্রস্তুতি

চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে গত বছর প্রথমবারের মতো দেশের মসজিদ-মাদরাসায় লবণ বরাদ্দ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। সে ধারাবাহিকতায় এবারও বিভিন্ন মাদরাসায় বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ২০ কোটি টাকার লবণ। তবে এবার প্রথমবারের মতো চামড়া সংরক্ষণে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণের অভাবে প্রতিবছর কোরবানির পশুর ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ চামড়া নষ্ট হয়। এর মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি চামড়ায় কাটা-ছেঁড়া (ফ্লো কাট) বা পক্কের মতো ক্ষত থাকে। এতে কমে যায় এসব চামড়ার গুণগত মান ও বাজারমূল্য।

এদিকে, কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে চলছে প্রস্তুতিমূলক নানান কর্মযজ্ঞ। সংস্কারকাজ চলছে কেন্দ্রীয় বজ্য শোধনাগারের (সিইটিপি)। অকেজো ও পুরোনো যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে মোটর ও পাম্পগুলোর মেরামত এবং প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। সংস্কার চলছে কঠিন বজ্য রাখার ডাম্পিং স্টেশনের। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে মজুত করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল। তবে, যুদ্ধের কারণে ক্রয়াদেশ কমায় ও জ্বালানি সংকটে প্রায় ১৫ দিন ট্যানারিতে উৎপাদন বন্ধ ছিল। এতে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্যানারি মালিকরা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে চামড়া শিল্পনগরীর

প্রস্তুতি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এখনো শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বৈঠক বাকি রয়েছে। এসব বৈঠকের পরই সামগ্রিক প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিষ্কার হবে।

বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, প্রাথমিকভাবে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো গত বছরের মতো এবারও প্রায় ২০ কোটি টাকার লবণ মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠান যেন কোরবানির চামড়া সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে এবং ন্যায্য মূল্য পায়। গত বছর প্রথমবার এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এবার সেটিকে আরও কার্যকর করতে লবণ বিতরণের পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। প্রশিক্ষণের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বিসিকের সমন্বয়ে মাদরাসা ও এতিমখানা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং কসাইদের চামড়া সংরক্ষণ ও লবণ প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি শেখানো হবে। দক্ষ কসাইদের সম্পৃক্ত করে এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে, যাতে মাঠপর্যায়ে বাস্তব দক্ষতা তৈরি হয়।

গত বছর অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমবারের মতো চামড়া সংগ্রহে মসজিদ, মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে ২০ কোটি টাকার লবণ বরাদ্দ দেয়। সংগ্রহ করা চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা ছিল এর মূল লক্ষ্য। কোরবানির আগে গত বছর অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন জানিয়েছিলেন, ‘চামড়ার মান রক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি

সংরক্ষণের লক্ষ্যে সারাদেশে ৩০ হাজার টন লবণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এসব লবণ বিভিন্ন মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া হবে। যতদিন না চামড়া ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব হবে, ততদিন এগুলো সংরক্ষণ করা হবে।’ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বছরও ২০ কোটি টাকার লবণ বিতরণ করা হবে। সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ।

সম্প্রতি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, এবারও চামড়া সংরক্ষণের জন্য বিসিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে লবণ দেবে সরকার। প্রতিটি এলাকায় ব্যবসায়ী ও মসজিদ-মাদরাসায় চামড়া সংরক্ষণ করা হবে। আগামী কোরবানি ঈদে কোনো চামড়া যেন নষ্ট না হয়, সে জন্য ডিসিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মসজিদ-মাদরাসার দায়িত্বশীলদের ডেকে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার। তারা কোরবানির পর চামড়া সংরক্ষণ করবেন।

গতবছর মাদরাসায় দেওয়া লবণ কতটা কাজে এসেছে

গত বছর প্রথমবারের মতো চামড়া সংগ্রহে বিভিন্ন মাদরাসায় লবণ দেওয়া হলেও এ উদ্যোগের পুরোটা কাজে আসেনি। এমন কিছু মাদরাসায় লবণ দেওয়া হয়েছিল, যেসব মাদরাসা চামড়া সংগ্রহ করে না। পরে ওইসব মাদরাসা বরাদ্দকৃত লবণ বিক্রি করে দেয়। এসব বিবেচনায় এ বছর মাদরাসা, মসজিদ ও লিল্লাহ বোর্ডিং নির্ধারণে আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে মনে করছেন

সংশ্লিষ্টরা। সেজন্য এবার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মাদরাসার প্রধান জাগো নিউজকে বলেন, গত বছর যে লবণ দিয়েছিল, তার মান একেবারেই খারাপ। আবার গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন মাদরাসায় দেওয়া লবণ কাজে আসে না। কারণ, চামড়া সংরক্ষণ করার বিষয়ে সবাই অজ্ঞ নয়। বেশিরভাগ মাদরাসা চামড়া সংগ্রহের পর তা তাত্ক্ষণিক বিক্রি করে দেয়। মূলত ঢাকার মাদরাসাগুলোতে চামড়া সংরক্ষণ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, এ বছর লবণ দেওয়ার জন্য উপজেলা অফিস থেকে এরই মধ্যে ফোন দিয়েছে। এবার কতোটুকু লবণ লাগবে তা জানতে চেয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সালমা ট্যানারির স্বত্বাধিকারী মো. সাখাওয়াত উল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, সরকার লবণ বিতরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা অবশ্যই ইতিবাচক। তবে বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে। মাদরাসা ও এতিমখানার শিক্ষার্থীরা চামড়া সংগ্রহ করলেও লবণ প্রয়োগে তাদের অভিজ্ঞতা নেই। ফলে সময়মতো ও সঠিকভাবে লবণ দেওয়া হয় না, এতে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে ড় চামড়া সংগ্রহের পাশাপাশি আলাদা একটি প্রশিক্ষিত দল তাত্ক্ষণিক লবণ প্রয়োগ করবে। তা না হলে এই উদ্যোগের কাক্ষিত সুফল পাওয়া কঠিন হবে।

তিনি আরও বলেন, মাদরাসায় লবণ দেওয়া হলেও সিস্টেমটা ভালো হচ্ছে না। যেসব মাদরাসা বা এতিমখানায় লবণ দিচ্ছে সেখানে একটু ফলোআপ

দরকার। মাদরাসা মূলত ছাত্রদের দিয়ে চামড়া সংগ্রহ করে। ছাত্রদের এই চামড়া সংগ্রহ করতে করতে রাত ৯ থেকে ১০টা পর্যন্ত বেজে যায়। ১০টার পর যখন চামড়াগুলো জড়ো হয়, তখন ওদেরকে বলে যে তোমরা এখন লবণ দাও। কিন্তু ছাত্রদের লবণ দেওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আর তারা তখন খুব ক্লান্ত থাকে। ফলে তখন আর চামড়াতে ওইভাবে লবণ দিতে পারে না। লবণ না দেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে সকালবেলায় তখনও লবণ পড়ে আছে, চামড়াও পড়ে আছে— এটা গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলছি। তাই মাদরাসাগুলোতে লবণ দেওয়ার জন্য আলাদা লোক রাখা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সিইটিপির দায়িত্বে থাকা ঢাকা ট্যানারি এস্টেট ওয়েস্টেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. গোলাম শাহনেওয়াজ জাগো নিউজকে বলেন, কোরবানির পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চামড়া প্রক্রিয়াজাতের প্রস্তুতি নেওয়া। গরুর চামড়ার ক্ষেত্রে জবাইয়ের ৮ ঘণ্টার মধ্যে রক্ত ও মাংস পরিষ্কার করে গড়ে ৮ থেকে ১০ কেজি লবণ সমানভাবে প্রয়োগ করতে হয়। ছাগলের চামড়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৩ থেকে ৪ কেজি। এই প্রক্রিয়াটিকেই আমরা ‘কিউরিং’ বলি। সঠিকভাবে কিউরিং করা হলে চামড়া দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায়, ফলে একসঙ্গে চাপ না পড়ে ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। এতে করে সিইটিপির ওপর চাপ কমে এবং শিল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

তিনি বলেন, কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায়, লবণের পরিমাণ ঠিকভাবে দেওয়া

হচ্ছে কি না, সময়মতো প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না ড় এসব বিষয়ে পর্যাাপ্ত মনিটরিং নেই। অনেক ক্ষেত্রে ১০ কেজির জায়গায় ২-৩ কেজি লবণ দেওয়া হয় বা দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা হয়, যা চামড়ার মান নষ্ট করে। এছাড়া অদক্ষভাবে চামড়া ছাড়ানোর কারণেও বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। এসব কারণে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কাঁচা চামড়া প্রাথমিক পর্যায়েই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই সঠিক সময়, সঠিক পরিমাণ লবণ প্রয়োগ এবং দক্ষতার সঙ্গে চামড়া প্রক্রিয়াজাত নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ট্যানারি মালিকদের প্রস্তুতিতেও ঘাটতি এ বছর ট্যানারি মালিকদের প্রস্তুতিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও সালমা ট্যানারির স্বত্বাধিকারী মো. সাখাওয়াত উল্লাহ। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, বর্তমানে ট্যানারিগুলোর প্রস্তুতি সন্তোষজনক নয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আমাদের অধিকাংশ ক্রয়াদেশ স্থগিত রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটে সবমিলিয়ে প্রায় ১৫ দিন উৎপাদন বন্ধ ছিল, ফলে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী শিপমেন্টও হয়নি। এতে করে আর্থিক প্রবাহ ব্যাহত হয়েছে ড় যার প্রভাব পড়ছে শ্রমিকের বেতন, ব্যবসায়িক দায়-দেনা এবং কোরবানির মৌসুমের প্রস্তুতিতে। কোরবানির সময় সারা বছরের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু এ বছর প্রস্তুতিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

উৎস : জাগো নিউজ ২৪.কম থেকে সংকলিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইনস্টিটিউট-এ ফ্রিতে আন্তর্জাতিক মানের কোর্সের সুযোগ



Skilled Manpower Development and Industry Competitiveness for the Leather Sector



Institute of Leather Engineering and Technology

ADB



ILET-SICIP at a glance

Program Title: Skilled Manpower Development and Industry Competitiveness for the Leather Sector.

Implementing Institution: Institute of Leather Engineering and Technology (ILET), University of Dhaka.

Facilitating Agency: Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP).

Funding Agency: Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Implementation Period: September 2025 to December 2028.

Types of Training Programs

- Post-Graduate Diploma in Leather Technology (PGDLT)
- Advanced Certificate Courses on
 1. Compliance and Sustainability for Leather Sector
 2. Automation and AI for Design
 3. Lean Manufacturing and Quality Assurance

Benefits of the Training Programs

- No fees required
- Daily conveyance allowance
- Lunch support
- Internship remuneration
- Employment opportunity

Overview of the Leather Sector

Economic Significance

- Second-largest export earner after RMG, contributing 4% to exports and 0.5% to GDP.
- Employs 600,000 directly and 300,000 indirectly.
- Target: USD 12 billion exports by 2030 (2% GDP contribution).

Market and Industry Structure

- Global exports to Europe (Germany, UK) and Asia.
- 930 SMEs/large units (including 220 tanneries) and 3,500 MSMEs.
- Global reputation for fine grain, uniform fiber, and natural texture.

Challenges

- Environmental compliance limits LWG certification specifically for tanneries.
- Projected skilled manpower gap of 67,000 by 2025.

Technical Skills Gap

- Poor R&D on finishing, weak planning, outdated maintenance, and chemical management in tanneries.
- Lack of training on effluent treatment, safe chemical handling, preventive maintenance in tanneries.
- Lack of innovation and design for outdated QA systems.

Objectives of PGDLT

1. Develop mid-level management professionals with technical and managerial skills for leather industry.
2. Strengthen industry capacity in terms of productivity, environmental, social, and compliance standards.
3. Enhance productivity and efficiency through modern processes, quality assurance, and strategic management.

Expected Outcomes of PGDLT

1. Skilled mid-level managers and technical personnel to address production, quality, and compliance challenges in leather sector.
2. Improved industry productivity, compliance, and adoption of sustainable technologies.
3. At least 65% graduate employment in relevant roles at home and abroad.

Objectives of Advanced Certificate Courses

1. **Bridge Skills Gap:** Train manpower in compliance, sustainability, automation and lean manufacturing.
2. **Enhance Technology Capacity:** Build expertise in Industry 4.0 tools, AI design, and sustainable production.
3. **Improve Quality & Efficiency:** Strengthen skills in design, quality assurance, resource optimization, and productivity.
4. **Promote Inclusion & Equality:** Increase female participation and support marginalized groups under GAP and SECP safeguards.

Expected Outcomes of Advanced Certificate Courses

1. Certified supervisors, designers, technicians, and managers for modern manufacturing and compliance.
2. Jobs for unskilled individuals with pathways to higher wages, management, and self-employment.
3. At least 15% female participation and support for marginalized groups.
4. Enhanced capacity to meet international standards in quality, sustainability, and innovation.

Training Programs Summary

PGD in Leather Technology	ACC on Compliance and Sustainability for Leather Sector	ACC on Automation and AI for Design	ACC on Lean Manufacturing and Quality assurance for Leather Sector
Term 1: 15 Credit 4 Months Term 2: 15 Credit 4 Months Term 3: 6 Credit One Month Total 36 Credit 9 Months	Term 1: 9 Credit 3 Months	Term 1: 9 Credit 3 Months	Term 1: 9 Credit 3 Months

Batch-wise Target Breakdown of Trainees

Training Program	No. of Batches	Trainees per Batch	Total Trainees
PGD in Leather Technology (PGLT)	4	30	120
Advanced Certificate Course on Compliance and Sustainability for Leather Sector	10	30	300
Advanced Certificate Course on Automation and AI for Design	10	30	300
Advanced Certificate Course on Lean Manufacturing and Quality Assurance	10	30	300
Overall Total (PGDLT and Advanced Certificate Courses)	34		1,020

Target Group for the Proposed Training Programs

(a) For Post Graduate Diploma (PGD) Course

• Fresh Graduates

Graduates from any university in Bangladesh, preferably with a background in science and engineering. Individuals who are keen to build their careers in the leather and allied sectors.

• Industry Professionals

Current employees in the leather sector who lack adequate technical knowledge in various aspects.

(b) For Advanced Certificate Courses

• Industry Professionals

Engineers, managers, supervisors, and technicians who have minimum 3 years of experience in the leather sectors (including tannery, footwear, and leather goods industries) but lack formal qualifications.

• New Entrants

Minimum HSC, those who are willing to establish their careers in the leather sector through gaining practical and technical skills.

Eligibility Criteria for PGDLT

• Industry Professionals

- o Bachelor's degree + 3 years relevant work experience
- o Under 45 years of age
- o CGPA ≥ 2.5 /second class (may be relaxed with strong performance + employer certification)

• Fresh Graduates

- o Bachelor's degree with CGPA ≥ 2.5
- o Burning desire to build career in leather sector.

N.B.: No eligibility criteria is required for Advanced Certificate Courses except the target groups requirements.

Selection Process

• PGDLT

- o Written test and viva-voce
- o Commitment to 9-month course (coursework and internship)

• Advanced Certificate Courses

- o Viva-voce, no written test required

Course Structure of PGDLT

Term	Course Title	Credit Hours	
		T*	S**
Term 1 (Generic & Industry Specific Courses)	LT-101: Business Communication Skills	2	1
	LT-102: Pre-tanning & Tanning Processes	2	1
	LT-103: Maintenance & Utility	3	0
	LT-104: Cost and Business Management	3	0
	LT-105: Industrial Engineering & Automation	3	0
Term 2 (Advanced Industry Specific Courses)	LT-201: Post-Tanning & Finishing Processes	2	1
	LT-202: Materials Management & Quality Control	2	1
	LT-203: Merchandising & Supply Chain Management	3	0
	LT-204: Compliances & Environmental Impact Assessment	3	0
	LT-205: Industrial Hazard & Occupational Safety and Health	3	0
Term 3	LT-300: Internship – Case study	0	6
Total Credits		36	

Course Structure of Advanced Certificate Courses

Advanced Certificate Course on Compliance and Sustainability for Leather Sector

Term	Course Title	Credit Hours	
		T*	S**
ACC-CSLS-01	Industrial Compliance	2	
ACC-CSLS-03	Occupational Health and Safety in Leather Sector	2	
ACC-CSLS-05	Environmental Pollutions and Sustainability	2	
ACC-CSLS-02	Occupational Health and Safety in Leather Sector Sessional		1
ACC-CSLS-04	Environmental Pollutions and Sustainability Sessional		1
ACC-CSLS-06	Industrial Attachment		1
Total Credits		9.0	

Advanced Certificate Course on Automation and AI for Design

Term	Course Title	Credit Hours	
		T*	S**
ACC-ALPD-01	Product Design and Pattern Making	2	
ACC-ALPD-03	Industrial Engineering and Automation	2	
ACC-ALPD-05	Materials allowance and consumption analysis	2	
ACC-ALPD-02	Product Design and Pattern Making Sessional		1
ACC-ALPD-04	Industrial Engineering and Automation Sessional		1
ACC-ALPD-06	Industrial Attachment		1
Total Credits		9.0	

Advanced Certificate Course on Lean Manufacturing and Quality Assurance

Term	Course Title	Credit Hours	
		T*	S**
ACC-LMQA-01	Productivity Improvement and Lean Manufacturing	2	
ACC-LMQA-03	Total Quality Management (TQM)	2	
ACC-LMQA-05	Testing of Leather and Allied Materials	2	
ACC-LMQA-02	Lean Manufacturing Sessional		1
ACC-LMQA-04	Testing of Leather and Allied Materials Sessional		1
ACC-LMQA-06	Industrial Attachment		1
Total Credits		9.0	

*T=Theory, **S=Sessional



Address:
ILET-SICIP
2nd Floor, Leather Products Building
Institute of Leather Engineering and Technology (ILET)
University of Dhaka
 44-50, Sher-E-Bangla Road, Hazaribagh
 Dhaka-1209, Bangladesh
 Phone: +880 156706150, +880 1787858641
 E-mail: info.ilet-sicip@du.ac.bd
 Web: www.sicip.ilet-du.org

ট্যানারী এন্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ ❖ রেজিঃ নং ঢাকা ২৩-৭৪ ❖ জ্যেষ্ঠ-১৪৩৩ ❖ মে-২০২৬ ❖ ৩য় বর্ষ ❖ সংখ্যা-০৩

মাসিক ট্যানারী এন্ড লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ

প্রকাশনা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়

হক ম্যানশন, রুম নং ৩০৮ (৩য় তলা), ১২/১ বিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

স.ম. আওলাদ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, মামনি প্রিন্টার্স, ২৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন থেকে মুদ্রিত

Phone:01712-628405, Email: leathervanguard26@gmail.com

w w w . l e a t h e r m a g . o r g